জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র-২০০৯ পর্যালোচনা

হতে হবে নিজ অর্থায়নে, দেশীয় বিশেষজ্ঞ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে

আমরা জানতে পেরেছি যে, সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা-২০০৯ (বিসিসিএসএপি-২০০৯) পর্যালোচনা করতে যাচ্ছে। উক্ত পর্যালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্রে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় যে সকল কৌশল ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল তা পর্যালোচন করা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদার সাথে সংগতি রেখে উক্ত কৌশলপত্রটি আধুনিকায়ন এবং জনগণের চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা। কিন্তু আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, উক্ত কৌশলপত্রটি পর্যালোচনার জন্য আমাদের দেশেই আন্তর্জাতিক মানের বিশেষজ্ঞ ও পরিকল্পনাবিদ থাকা সত্বেও তাদের ব্যবহার না করে সরকার বিদেশী সাহায্য সংস্থার (জার্মান সাহায্য সংস্থা GIZ) আর্থিক সহায়তা নিয়ে এবং বিদেশী কনসালটেন্ট তথা বিশেষজ্ঞদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে, যা আসলে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অনভিপ্রেত। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১১ সাল থেকে আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র-২০০৯ পর্যালোচনার তাগিদ দিয়ে আসছিলাম। আমাদের দাবির প্রতি সম্মতি জানিয়ে তৎকালীন মাননীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী জনাব ডঃ হাছান মাহমুদ এই কৌশলপত্রটি পর্যালোচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যেহেতু কৌশলপত্রটি তৎকালীন সময়ে দেশীয় বিশেষজ্ঞ ও পরিকল্পনাবিদদের দ্বারা করা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও তাদেরকে অথবা সরকারের নিজ দায়িত্বে অন্য কোন দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা উক্ত কৌশলপত্রের পর্যালোচনা প্রকৃত পক্ষেই একটি কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারতো। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলতে পারি যে, বিদেশী বিশেষজ্ঞ (যাদের দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব কোন জ্ঞান নাই) দ্বারা প্রণীত কোন পরিকল্পনাই বাংলাদেশের জন্য সার্থক ফলাফল তৈরি করতে সক্ষম হয় নাই। জাতীয় পরিকল্পনায় ব্যর্থ দলিল প্রণয়নের উদাহরণ হিসেবে আমরা স্যাপ এবং পিআরএসপি'র কথা বলতে পারি। সুতরাং আমরা মনে করি, বিসিসিএসএপি-২০০৯ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশের জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলপত্র এবং আশংকা করছি যে, এটা যদি বিদেশী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পর্যালোচনা এবং আধুনিকায়নের চেষ্টা করা হয় তাহলে জাতীয় স্বার্থ ব্যহত হওয়ার আশংকা রয়েছে। এর কারণ:

প্রথমতঃ বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে কথিত বিদেশী বিশেষজ্ঞদের কী অভিজ্ঞতা রয়েছে তা আমাদের জানা নেই। তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, শুধু বিদেশী সংস্থার আর্থিক সহায়তা নেওয়ার কারণে এবং এর শর্ত হিসেবে বিসিসিএসএপি-২০০৯ পর্যালোচনায় এসকল বিদেশী বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এসকল বিদেশী

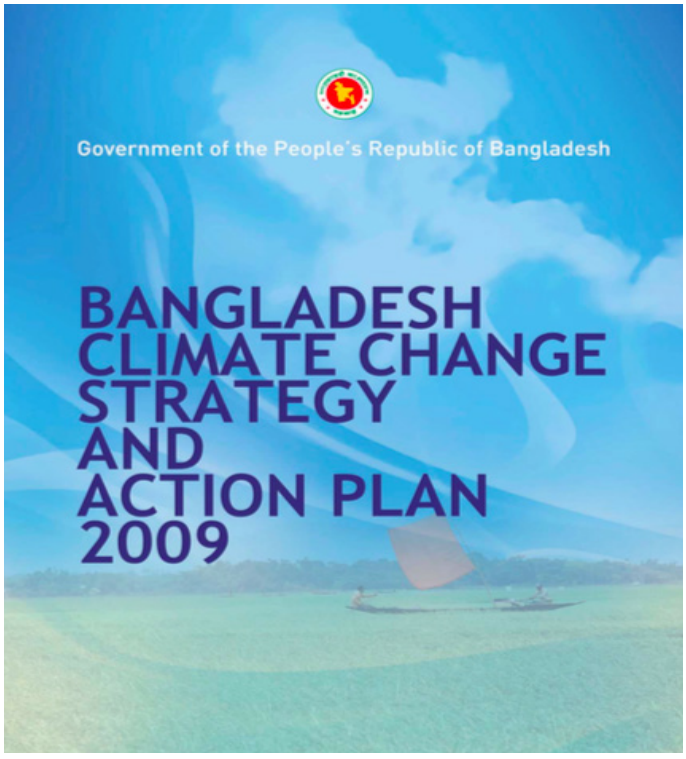

বিশেষজ্ঞগণ কিছু দেশীয় লোকজন দ্বারা কিছু তথ্যভাণ্ডার (ফধঃধ নধংব) তৈরি করবেন এবং কতগুলো তথাকথিত তাত্বিক উন্নয়ন মডেল ব্যবহার করে আমাদের বিসিসিএসএপি-২০০৯ পর্যালোচনা করবেন বলে আমাদের ধারণা। আমরা মনে করি, উক্ত পর্যালোচনা কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকৃত প্রভাব, উপকূলীয় জনগণের প্রকৃত চাহিদা

এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার ক্ষেত্রে সঠিক উন্নয়ন কৌশলের প্রতিফলন করবে না।

দ্বিতীয়তঃ আমরা মনে করি, বিসিসিএসএপি-২০০৯ বা জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র বাংলাদেশের জন্য একটি আন্তর্জাতিক দলিল। কারণ, এই কৌশলপত্রকে সামনে রেখেই সরকারকে ভবিষ্যতে বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণ করার জন্য ধনী দেশগুলোর সাথে দরকষাকষি বা নেগোশিয়েশন করতে হতে পারে, যে কারণে এই কৌশলপত্রটি পর্যালোচনা অতি গুরুত্ব পাচ্ছে। সুতরাং এই দলিলটি যদি কথিত বিদেশী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয় তাহলে এমন সব কৌশল প্রাধান্য পেতে পারে যার কারণে জলবায়ু বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রকৃত উন্নয়ন চাহিদা বিপন্ন হওয়ার পাশাপাশি ধনী দেশসমুহের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার না পাওয়ার আশংকা রয়েছে।

তৃতীয়তঃ আমরা অবশ্যই মনে করি এবং বিশ্বাস করি যে,

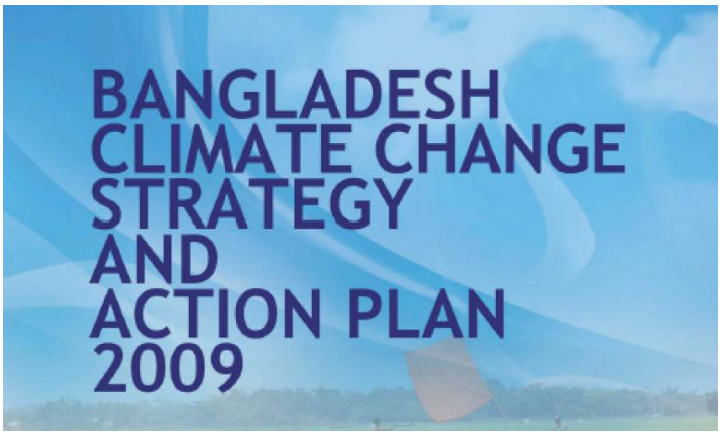

বিসিসিএসএপি-২০০৯ পর্যালোচনা গুটিকয়েক কনসালটেন্ট বা বিশেষজ্ঞের একক কাজ নয়। কারণ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের টেকসই বাস্তবায়নে সরকারের অনেক মন্ত্রণালয় জড়িত এবং সেক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ, বাস্তব অভিজ্ঞতা শেয়ার বা বিনিময় করা সর্বোপরি উন্নয়ন বিষয়ক সরকারের সকল নীতিমালা কিভাবে এই কৌশল পত্রের সাথে সমন্বিত হবে তা একটি জরুরি বিবেচনার বিষয়। সেক্ষেত্রে আমরা যতটুকু জেনেছি বিসিসিএসএপি-২০০৯ পর্যালোচনায় এসকল বিষয় তেমন কোন গুরুত্ব পাচ্ছে না। প্রকল্পের অধীনে নিয়োগকৃত কিছু দেশীয় লোকজন কিছু ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন মাত্র, যার ভিত্তিতেই বিসিসিএসএপি-২০০৯ এর তথাকথিত পর্যালোচনা হচ্ছে এবং কথিত বিদেশী বিশেষজ্ঞরা এটাকে আধুনিকায়নের নামে জায়েজ করবেন মাত্র।

সুতরাং আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে বিসিসিএসএপি-২০০৯ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সরকারের এই ভূমিকার প্রতিবাদ করছি এবং অবিলম্বে এই প্রকল্প বাতিল করার দাবিসহ সরকারের নিজ উদ্যোগে, নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র-২০০৯ পর্যালোচনা এবং আধুনিকায়ন করার দাবি করছি। আমরা পুর্বেই বলেছি যে, জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র পরিকল্পনা সরকারের জন্য একটি আন্তর্জাতিক দলিল হিসেবে কাজ করবে। সেক্ষেত্রে বিসিসিএসএপি-২০০৯ এর কার্যকর পর্যালোচনায় সরকারকে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করতে হবে।

১. বিসিসিএসএপি পর্যালোচনা হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলকঃ বিসিসিএসএপি-২০০৯ পর্যালোচনা কার্যক্রম পদ্ধতিগতভাবে হতে হবে জাতীয় এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক। অর্থাৎ বিসিসিএসএপি-২০০৯ পর্যালোচনায় সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন এজেন্সিসমুহ, দেশীয় পরিবেশবিদ, গবেষক ও উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ (যারা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত) এবং নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের মতামত এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিসিসিএসএপি-২০০৯ পর্যালোচনা এবং আধুনিকায়ন করতে হবে।

২. বিসিসিএসএপি পর্যালোচনায় অবশ্যই উপকূলীয় এলাকার বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী এবং তাদের টিকে থাকার কৌশলকে প্রাধান্য দিতে হবেঃ এটা প্রমাণিত যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার জনগোষ্ঠীই হচ্ছে সবচেয়ে বিপদাপন্ন এবং এই বিপদাপন্নতার বিষয়টি মাথায় রেখেই ২০০৯ সালে জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছিল। বিসিসিএসএপি'তে বলা হয়েছিল, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ২০ মিলিয়ন লোক ক্ষতিগ্রস্ত এবং উদ্বাস্তু হওয়ার আশংকা রয়েছে, যাদের ব্যবস্থাপনা কৌশলও পর্যালোচনার বিষয় হিসেবে থাকতে হবে। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের পেক্ষাপটে এই বিপুল পরিমাণ উদ্বাস্তু সমস্যা প্রতিহত করার একমাত্র কার্যকর উপায় হচ্ছে উপকূলীয় এলাকার জন্য সঠিক অভিযোজন কৌশল নির্ধারণ করা। সুতরাং বিসিসিএসএপি পর্যালোচনায় উক্ত বিষয়টি অবশ্যই অগ্রাধিকার বিবেচনায় রাখতে হবে এবং সে অনুসারে পর্যালোচনা

বিসিসিএসএপি-২০০৯ বা জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র বাংলাদেশের জন্য একটি আন্তর্জাতিক দলিল। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের টেকসই বাস্তবায়নে সরকারের অনেক মন্ত্রণালয় জড়িত এবং সেক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ, বাস্তব অভিজ্ঞতা শেয়ার বা বিনিময় করা সর্বোপরি উন্নয়ন বিষয়ক সরকারের সকল নীতিমালা কিভাবে এই কৌশল পত্রের সাথে সমন্বিত হবে তা একটি জরুরি বিবেচনার বিষয়। সেক্ষেত্রে আমরা যতটুকু জেনেছি বিসিসিএসএপি-২০০৯ পর্যালোচনায় এসকল বিষয় তেমন কোন গুরুত্ব পাচ্ছে না।

ও আধুনিকায়ন করতে হবে। কিন্তু কথিত বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশের এই বাস্তব বিষয়সমূহ কতটুকু অনুধাবন করতে পারবেন তা আমাদের কাছে প্রশ্নসাপেক্ষ।

৩. প্রশমন কৌশল নির্ধারণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তার সীমা সুনির্দিষ্ট থাকতে হবেঃ বাংলাদেশ প্যারিস চুক্তির অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে ভবিষ্যত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রশমন বিষয়ক কৌশলকেও বিবেচনা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে কিন্তু উক্ত প্রশমনের দায়ভার কোন অবস্থাতেই দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর উপর চাপানো ঠিক হবে না বরং তা অধিকমাত্রায় ভোগবাদী ধনিক গোষ্ঠীর উপর আন্তর্জাতিকভাবে প্রস্তাবিত Green Tax থেকে আদায়ের মাধ্যমে প্রশমনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সমাহারণের ব্যবস্থা করতে হবে। সে প্রেক্ষাপটে প্রশমন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সক্ষমতা ও বাস্তবায়ন সীমা কতটুকু হওয়া উচিৎ তা কেবল দেশীয় গবেষক এবং পরিকল্পনাবিদরাই বাস্তবভিত্তিক পরিমাপ ও প্রক্ষেপণ করতে পারবেন বলে আমরা মনে করি। উক্ত কাজটি কোন অবস্থাতেই বিদেশী বিশেষজ্ঞ দ্বারা সম্ভব নয়।

৪. বিসিসিএপি এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা গ্রহণের কৌশল ঃ জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন, অর্থপ্রবাহে রাষ্ট্রীয় অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সমাহারণ আমাদের সরকারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয়। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের জন্য অভিযোজন খাত হচ্ছে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভিত্তিক বাস্তবায়নযোগ্য কৌশল, কিন্তু এ খাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বিশেষ করে সবুজ জলবায়ু তহবিল (Green Climate Fund-GCF) থেকে সরকারের আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির পরিমাণ ও প্রক্রিয়া খুবই হতাশাজনক। যেহেতু পর্যালোচনাকৃত কৌশলপত্রটি ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক নেগোশিয়েশন বিশেষ করে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ কিভাবে রক্ষিত হবে তা বিবেচনায় রাখতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিসিসিএসএপি-২০০৯ এ জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তার কাঠামোকে সম্পূর্ণ অনুদান বা Grant আকারে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে যা পর্যালোচনাকৃত বিসিসিএসএপিতে অবশ্যই থাকতে হবে বলে আমরা মনে করি। তবে জলবায়ু পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সম্পদ সংগ্রহের পাশাপাশি দেশীয় উৎস থেকেও সম্পদ সমাহারণের কৌশল বিসিসিএসএপিতে উল্লেখ থাকতে হবে এবং সকল সম্পদ ব্যবহারে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, জনঅংশগ্রহণ এবং জলবায়ু বিপদাপন্নতার নিরিখে ব্যয় অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৫. বিসিসিএসএপি পর্যালোচনা হবে সরকারের সকল দীর্ঘমেয়াদী কৌশল পত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখেঃ সর্বোপারি জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র হতে হবে সরাকরের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ভিশন-২০২১ এবং জাতিসংঘ গৃহীত টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ। কারণ জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনায় গৃহীত কৌশলসমূহ সরকারের উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ না হলে তা আসলে ধনী দেশগুলোর স্বার্থই রক্ষা হওয়ার আশংকা রয়েছে। কারণ ধনী দেশসমূহের স্বার্থ রক্ষার কৌশল হিসেবেই দরিদ্র দেশসমূহে সহায়তার নামে সংশ্লিষ্ট দেশীয় পরিকল্পনাবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ না দিয়ে বরং তাদের তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দিচ্ছে।

সর্বপোরি জলবায়ু পরিবর্তন পরকল্পনা বাস্তবায়নে বিসিসিএসএপি'র মাধ্যমে "জলবায়ু সু-শাসন" বিষয়টি অবতারনা করতে হবে যার অর্থ হচ্ছে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষ করে অভিযোজন, প্রশমন সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

আয়োজক সংগঠনসমূহ:

ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ-ইক্যুইটিবিডি, বাংলাদেশ ইনডিজিনিয়াস পিপলস নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বাংলাদেশ-বিপনেট-সিসিবিডি, কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশীপ-সিডিপি, নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বাংলাদেশ-এনসিসিবি, সেন্টার ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড-সিএসআরএল, অনলাইন নলেজ সোসাইটি, অর্পণ, উদ্দীপন, উদয়নবাংলাদেশ, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, এসডিও, জাতীয় কৃষাণী শ্রমিক সমিতি, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডাক দিয়ে যাই, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, পিএসআই, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ কৃষিফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, মুক্তির ডাক, লেবাররিসোর্স সেন্টার, সংগ্রাম, সিডিপি, হিউম্যানিটিওয়াচ, সিনার্জি বাংলাদেশ এবং জন-অধ্যয়ন কেন্দ্র।

যোগাযোগ:

১. মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১, ইমেইল: kamal@coastbd.net,

২. সৈয়দ আমিনুল হক, মোবাইল: ০১৭১৩৩২৮৮১৫, ইমেইল: munir@coastbd.net

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩, রোড়: ২, শ্যামলী, ১২০৭।
ই-মেইল: info@equitybd.net, ওয়েব: www.equitybd.net